লেবাননে বিস্ফোরণে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১৯ সদস্য আহত

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে বিস্ফোরক দ্রব্যের গুদামে ভয়াবহ বিস্ফোরণে আহতদের মধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১৯ সদস্যও রয়েছেন। তাদের একজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) যুগান্তরকে এমন তথ্য নিশ্চিত করেছে। আহত ১৯ জনের সবাই হাসপাতালে ভর্তি।

বিবিসির খবরে জানা গেছে, ওই বিস্ফোরণে এখন পর্যন্ত ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন চার হাজারের বেশি মানুষ।

মঙ্গলবার বিকালে বৈরুতের বন্দর এলাকার ওই বিস্ফোরণে পুরো বৈরুত শহর ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে। লেবাননের কর্মকর্তারা বলছেন, বিস্ফোরণস্থলের ধ্বংসস্তূপ সরাতে এখনও কাজ করছেন উদ্ধারকর্মীরা। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

অর্থনৈতিক সংকট আর করোনাভাইরাস মহামারীর সঙ্গে লড়তে থাকা বৈরুতে বহু বছরের মধ্যে বিস্ফোরণে হতাহতের সবচেয়ে বড় ঘটনা এটি।

লেবাননের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরি হত্যাকাণ্ড নিয়ে জাতিসংঘ ট্রাইব্যুনালের রায়ের তিন দিন আগে ওই বিস্ফোরণের কারণ শুরুতে স্পষ্ট ছিল না।

তবে পরে দেশটির কর্মকর্তারা বিস্ফোরকের গুদামে বিস্ফোরণের ঘটনা জানান।

প্রেসিডেন্ট মিশেল আউন এক টুইটে বলেছেন, কোনো ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে দুই হাজার ৭৫০ টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বন্দরে মজুদ করে রাখা হয়েছিল, যা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যায়, বৈরুতের বন্দর এলাকা থেকে বড়ু গম্বুজ আকারে ধোঁয়া উড়ছে, এর কিছুক্ষণের মধ্যে বিকট বিস্ফোরণে গাড়ি, ভবন উড়ে যেতে দেখা যায়।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণে বাড়িঘর এমন কেঁপে উঠেছিল যে, স্থানীয়রা ভাবছিলেন ভূমিকম্প হচ্ছে।

ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে মানুষের চিৎকার ও ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। বাড়িঘরের জানালার কাচ ও বেলকনি ভেঙেও অনেকে আহত হন।

সূত্র- যুগান্তর

গাংনীর কামারখালীতে একটি পুকুর থেকে বৃদ্ধ’র লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে আমজাদ হোসেন (৭০) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে উপজেলার মোটমুড়া ইউনিয়নের কামারখালী গ্রামের একটি পুকুর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। আমজাদ হোসেন ওই গ্রামের মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে।

আমজাদ হোসেনের ছেলে আশাবুল ইসলাম জানান, তার বাবা মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ হন। ধারণা করা হচ্ছে তার বাবা গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তার বাবা মৃগী রোগে ভুগছিলেন।

মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ জানান, আমজাদ হোসেন পানিতে ডুবে মারা গেছে। সে দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ ছিল।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, আমজাদ আলীরলাশ পুকুরে ভাসতে দেখে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করা হয়।

পরিবার ও স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা গেছে এ কারণে লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে স্বাস্থ্যবিধির বালাই নেই, বাড়ছে সংক্রমণ

মেহেরপুরে প্রতিদিনিই বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২৮ জন শনাক্ত হয়েছেন। সারা দেশের তুলনায় মেহেরপুরে করোনা পজিটিভ এর সংখ্যা কম হলেও গত দশদিনে শনাক্ত হয়েছে প্রায় ৮০ জন। ঈদ- উল-আযহাকে এর জন্য দায়ি করছে অনেকে।

এছাড়াও ঈদ-উল-ফিতরেও বেশ বেড়েছে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন। এ পর্যন্ত করোনা পজিটিভ এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৯ জনে। অথচ রোগীর সংখ্যা বাড়লেও কমেছে সচেতনতা। মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরুত্ব। স্বাস্থ্যবিধি মানার কোন বালাই নেই। দোকান-পাট শপিংমল, গণ পরিবহন সব ক্ষেত্রেই পাল্টেছে সচেতনতার চিত্র। কোনটাতেই মানা হচ্ছে না সরকারি বিধি নিষেধ।

শুরুর দিকে করোনা প্রতিরোধে প্রশাসনের কড়া নজরদারি থাকলেও বর্তমানে তা কমেছে। দেশে করোনা সংক্রমণের শুরুর দিকে মেহেরপুরে সংক্রমণ ঠেকাতে প্রশাসন যেমন জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তেমনি মানুষজনও সচেতনভাবে সবকিছু মেনে চলেছেন। তার সফলতাও মিলেছিল। দেশে কোভিড রোগী শনাক্ত হওয়ার ৪০ দিন পর প্রথম মেহেরপুরে করোনার সংক্রমণ শনাক্ত হয়। কিন্তু এখন করোনার সংক্রমণ বাড়তে থাকলেও মানুষের মধ্যে সচেতনতা কমছে।

মেহেরপুরে সংক্রমণ এড়াতে গত ২৪ মার্চ থেকে অঘোষিত লকডাউন শুরু হয়। এরপর এপ্রিলের শুরু থেকেই পুরোদমে মাঠে প্রশাসন নেমে পড়ে। জনপ্রতিনিধিরা মাঠে নেমে লিফলেট, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা শুরু করে দেয়। মেহেরপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে প্রায় প্রতিদিনই জীবাণুনাশক দিয়ে প্রধান প্রধান সড়ক ধুয়ে দেওয়া হতো। শহরের বিভিন্ন জায়গায় বুথ বসিয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও লিফলেট বিলি করা হতো। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামনে, মার্কেটের সামনে করা হয়েছিল হাত ধোয়ার ব্যবস্থা। সবার সমন্বয়ে করোনার প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল সবাই।

গত ২২ এপ্রিল জেলার মুজিবনগর উপজেলায় প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়। সংক্রমণ ঠেকাতে ঐ এলাকাকে লকডাউন ঘোষণা করে জেলা প্রশাসক। তখন গ্রাম-গঞ্জে আরও কড়াকড়ি জারি করা হয়। শহরের

অটোরিকশা থেকে শুরু করে দোকানপাট, ওষুধের দোকান, কাঁচাবাজার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে নগরের মানুষজনকে পৌরসভা, জেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যক্তি উদ্যোগে ত্রাণ দেওয়া হয়। এ অবস্থা চলতে থাকে গত ৯ মে পর্যন্ত। কিন্তু ঈদ-উল-ফিতরকে সামনে রেখে সীমিত পরিসরে দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পর থেকে বাড়তে থাকে সংক্রমণ।

এ পযন্ত মেহেরপুরে মোট শনাক্তের সংখ্যা ২১৭ জন। এদের মধ্যে সুস্থ্য হয়েছেন ১১৮ জন, মৃত্যুবরণ করেছে ৮ জন, অন্যত্র গিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন ১৮জন, বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে ৭৪জন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. মখলেছুর রহমান বলেন, দুই ঈদই করোনা ছড়িয়ে পড়ার জন্য বেশি দায়ি। বর্তমানে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু হয়েগেছে। কে আক্রন্ত আর কে সুস্থ এটা বলা মুশকিল। তাই আমাদের সকলকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে আগের চেয়ে বেশি।

সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, করোনা প্রতিরোধে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জন সচেতনতার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছি। ইতোমধ্যে যাদের পজিটিভ এসেছে তাদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের সম্বনয়ে আমরা করোনা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেহেরপুর করোনা মুক্ত হবে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, করোনা প্রতিরোধে সবার আগে আমাদের নিজেদের সচেতন হতে হবে। আমরা প্রতিনিয়ত সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান চালাচ্ছি। কোন কোন ক্ষেত্রে জরিমানাও করা হচ্ছে। তারপরও অনেকেই স্বাস্থ্যবিধি মানতে নারাজ। আমরা মাঠ পর্যায়ে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহন করবো। সেই সাথে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরে আরও ১৭ জন সহ একদিনে ২৮ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে ২য় দফায় আরও ১৭ জনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। এ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৮। করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে এই প্রথম অধিক সংখ্যক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হলেন।

আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয় টার দিকে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন তথ্য নিশ্চিত করেন।

মঙ্গলবার দুই দফায় রিপোর্ট এসেছে ৬৮টি। এর মধ্যে ২৯ জুলাইয়ে দেওয়া নমুনার মধ্যে ২৬টি রিপোর্ট পাওয়া যায়। তার মধ্যে পজিটিভ ১০টি। ৩০ জুলাইয়ে দেওয়ার নমুনার মধ্যে প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৬, পজিটিভ ৭ এবং ২ আগষ্টের দেওয়া নমুনার মধ্যে প্রাপ্ত রিপোর্ট ২৬, পজিটিভ ১১। তিনদিনের প্রাপ্ত ২৮টি পজিটিভের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৫ ,মুজিবনগরে ৪ এবং গাংনীতে ৯টি। ।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা= ২৫২৭টি। মোট পজিটিভ কেইস= ২১৭ (সদর- ১০৮ , গাংনী -৮৬,
মুজিবনগর -২৩)। মৃত্যু – ৭ জন।(সদর-৩, গাংনী- ৩, মুজিবনগর -১)। সুস্থ্য= ১১৮ জন।[ সদর-৬৪, গাংনী -৪৩, মুজিবনগর- ১১] ট্রান্সফার্ড- ১৮ জন। (সদর-১২, গাংনী-৬)
মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ৭৪(সদর-৩০, গাংনী- ৩৩, মুজিবনগর -১১), জন।

মেহেরপুরে বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান ও তার স্ত্রীসহ ১১

জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন ও তার সহধর্মিনী নারভিনা খাতুনসহ জেলায় ১১জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। বাকি আক্রান্তরা হলেন মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়ার ফারুক হোসেন ও তার মা ফজিলা খাতুন, একই পাড়ার সাদেক হোসেন, বড়বাজারের দিপ্ত, হোটেল বাজারের সনিয়া, মেহেদী হাসান, সদর হাসাপাতালের স্টাফ বেলাল হোসেন, দিঘির পাড়ার আতিয়ার, নতুন পাড়ার আমানুল্লাহ।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্য়ায় মুজিবনগর স্বাস্থ কমপ্লেক্স পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার হাতে করোনা পজেটিভ এর রিপোর্ট এসে পৌছায়।
বর্তমানে দুজনই হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে তার বাড়ি লকডাউনের প্রস্তুতি চলছে।

জানা গেছে, ঈদের আগের দিন থেকে তিনি ঠান্ডা- জ্বরে ভূগছিলেন। কয়েকদিন ঔষাধ খাওয়ার পর তিনি সুস্থ না হলে ঈদের পরের দিন নমুনা পরিক্ষা করার জন্য স্বাস্থ বিভাগকে জানান। পরে স্বাস্থ বিভাগ তার নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ডা.রেজওয়ান আহম্মেদ জানান, চেয়ারম্যান সাহেব ও তার সহধর্মিনির নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আজ সন্ধায় তাদের দুজনের রিপোর্ট পজেটিভ আসে।

বিস্তারিত আসছে………

সকল ব্যর্থতাকে সফল বলা সরকারের বিকৃত মানসিকতার

বহিঃপ্রকাশ : আ স ম রব

সকল ব্যর্থতাকে সফল বলার বিবেকহীন বয়ান প্রদান বন্ধ করা এবং সরকারের চরম গাফিলতি অনুসন্ধানের জন্য ৪ দফা প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি।

আজ মঙ্গলবার জেএসডি’র সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার এক বিবৃতিতে এসব প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, করোনা প্রতিরোধসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে রাজনৈতিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মনগড়া সফলতার বিবেকহীন আত্মপ্রচার সরকারের বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। করোনা নিয়ন্ত্রণে আজগুবি সফলতা প্রমাণে পাণ্ডিতপনায় সরকার শুরু থেকেই কৌশলে সন্দেহজনকভাবে সংক্রমণ এবং মৃত্যুর সংখ্যা গোপন করে যাচ্ছে। করোনায় আজ পর্যন্ত ঘোষিত ৩২৩৪ জন মানুষের মূল্যবান জীবন ঝরে যাওয়ার পরও সরকারের আত্মতুষ্টির বিবেকহীন নিষ্ঠুর উপাখ্যান জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে।

গত ৭০ দিনে ‘থাইল্যান্ডে’ একজনেরও মৃত্যু হয়নি তবু সে দেশের সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে সফল বলে উল্লাস প্রকাশ করছে না। আর আমাদের প্রতিদিন মৃত্যুর মিছিল থাকার পরও সরকারের সফলতার মিথ্যাচার নির্মম তামাশার শামিল। এতে বাংলাদেশ ‘অমানবিক’ ও ‘অবিবেচক’ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে চিহ্নিত হচ্ছে। করোনাভাইরাস সরকারের ‘বিবেক’ এবং ‘লজ্জা’এ দুটোকেই খেয়ে ফেলছে।

করোনা সংক্রমণের শুরু থেকেই সরকার বিদেশ থেকে আগত প্রবাসীদের কোয়ারেন্টাইন, যথেষ্ট সংখ্যায় করোনা পরীক্ষা, করোনা রোগীদের আইসোলেশন, সক্রিয়ভাবে কন্টাক্ট ট্রেসিং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং লকডাউনসহ কোন কিছু কার্যকর করতে পারেনি।

উপরন্তু সরকার গার্মেন্টস খোলা-বন্ধ নিয়ে নাটক, ঈদে বাড়ি যাওয়া নিয়ে নানা রকম আদেশ, এবং লকডাউন না করে সারাদেশে অফিস ছুটি ঘোষণা করে সংক্রমণ বিস্তারে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এরপর সারা পৃথিবীতে যখন লকডাউন চলছে তখন সীমিত আকারে অফিস খোলা এবং টেকনিক্যাল কমিটির সকল পরামর্শ উপেক্ষা করে মৃত্যু ও সংক্রমণ বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে।

দেশবাসী এখনো ভুলে নাই এবং কোন দিনই ভুলবে না যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে দ্বারে দ্বারে ঘুরে চিকিৎসা না পেয়ে অনেকে রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছেন। জাতি এটাও ভুলবে না যে নিম্নমানের মাস্ক এবং সুরক্ষা সামগ্রী সরকার কর্তৃক সরবরাহের কারণে করোনার ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা চিকিৎসক-নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মূল্যবান জীবন বলিদান করতে হয়েছে।

ফলাফল যা হয়েছে তাহলো মানুষ করোনা আক্রান্ত হলেও আর এখন হাসপাতালে যায় না, সবাই হাসপাতাল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। হাসপাতালের বিছানা এখন খালি থাকে, এটাকে সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের মাপকাঠি প্রচার করছে – যা নিষ্ঠুরতার নামান্তর।

স্বাস্থ্য বিভাগের প্রত্যক্ষ মদদে যে সকল প্রতিষ্ঠান করোনা চিকিৎসা ও পরীক্ষা করার অনুমোদন পেয়েছিল সে সকল প্রতিষ্ঠানের ভুয়া সনদে অনেক মানুষের মৃত্যু এবং সংক্রমণ বিস্তারে সহায়ক হয়েছে।

সরকার সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েও আজ নির্লজ্জের মতো সাফল্যের বয়ান দিয়ে বিশ্বের কাছে রাষ্ট্রকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছে। করোনার ভুয়া সনদ সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ধূলিসাৎ করেছে আর করোনা নিয়ন্ত্রণে সরকারের বয়ান বাংলাদেশকে অবিবেচক আর নিম্নমানের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করছে।

সরকারের সফলতার ধোঁকাবাজি বন্ধ এবং তার ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণে ৪ দফা প্রস্তাবনা উত্থাপন করে দলটি। সেগুলো হলো-

(১) সরকারের ভুলের কারণে কত মানুষের মৃত্যু ও জীবন বিপন্ন হয়েছে এবং করোনা সংক্রমণ বিস্তার লাভ করেছে তার জন্য ‘বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি’ গঠন।

(২) লণ্ডভণ্ড স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরসহ দুর্নীতিবাজদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের আওতায় আনা।

(৩) নিম্নমানের মাস্ক এবং সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের কারণে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা চিকিৎসক-নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান।

(৪) বেসরকারি হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার অনুমতি ও ভুয়া সনদ প্রদানে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও তার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা।

আমরা বহুদিন যাবত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য অবিলম্বে সকল অংশীজনকে নিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিল (National Health Council – NHC) গঠন করে আশু, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে আসছি।

সুতরাং সাফল্যের মিথ্যা বয়ান বন্ধ করে ব্যর্থতার দায় দায়িত্ব নির্ধারণ এবং জনগণের জীবন সুরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনীতে সাত গরু ব্যাবসায়ীর টাকা লুটের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর মহাম্মদপুরের সাত গরু ব্যাবসায়ীকে খাবারের সাথে ঘুমের ঔষুধ খাইয়ে টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে।

অভিযুক্তরা গতকাল সোমবার রাত ৮ টার দিকে গ্রামের একটি চায়ের দোকানে পটকাবাজি করে আতংকিত করে স্থানীয়দের।

ঢাকার হাজারিবাগে নেশা জাতীয় খাবার খাইয়ে সাত ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে টাকা লুটের ঘটনায় তিন ব্যবসায়ীকে অভিযুক্ত করে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ প্রত্যাহার করাতে ভয়ভীতি দেখাতে এ পটকাবাজি দাবী করেছেন ভুক্তভোগীরা।

জানাগেছে, পুরাতন মটমুড়া গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে বিদ্যুৎ আলী, মহাম্মদপুরের ইসমাইলের ছেলে কামাল হোসেন, তার ভাই লালন হোসেন, সিরাজের ছেলে বাবু ও তার ভাই ছোরু মিয়া, রহিদুল ইসলাম, আলিমুদ্দিনের ছেলে সিদ্দিক, জামিরুলের ছেলে আনারুল, মোশারফের ছেলে আসমত আলী এবং আইযুবের ছেলে নামজুল সহ ১০ জন গরু ব্যবসায়ী মোট ১৯ টি গরু নিয়ে ট্রাক যোগে ঢাকায় যান গত ২৭/০৭/২০২০ তারিখে।

ঢাকাস্থ হাজারিবাগ পশু হাটে গরু বিক্রির জন্য ব্যবসায়ীরা অবস্থান করেন। কয়েকদিন ধরে একই সাথে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করতেন তারা। ২৯ তারিখে তাদের সমস্ত গরু বিক্রি হয়ে যায়। ওই দিন দুপুর বেলা ১০ জন ব্যবসায়ীর খাবারের জন্য খিচুড়ি রান্না করেন। গরু ব্যবসায়ী সাত জন খাবার খেলেও তিনজন খিচুড়ি না খেয়ে অবস্থান করেন সেখানে। কিছুক্ষণ পর খাবার খাওয়া সাতজন ব্যবসায়ী অজ্ঞান হয়ে যায়। অজ্ঞান হওয়া সাত ব্যবসায়ীর কাছে থাকা ২ লাখ ৫ হাজার টাকা লুট করে পালিয়ে আসে মহাম্মদপুরের রহিদুল, বাবু ও ছোরু মিয়া।

পরে হাজারি বাগ এলাকার থানা পুলিশ সাতজনকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করেন। পরের দিন বাড়ি ফিরে আসেন সাত ব্যাবসায়ী। টাকা ফেরত পেতে পরের দিন গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ভুক্তভোগীরা।

টাকা লুটের ঘটনায় থানায় অভিযোগ করলে অভিযোগকারিদের ভয়ভীতি দেখাতে সোমবাবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে স্থানীয় মজিবুলের চায়ের দোকানে বিকট শব্দে পটকাবাজি ঘটানো হয় বলে জানান গরু ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ ও সিদ্দিকুর। এলকাবাসি হয়ে পড়ে আতংকিত।

কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আবদুল আলিম বলেন, ককটেল বিষ্ফোরণ হয়েছে এমন কথা শুনে সেখানে গিয়ে জানতে পারি কেউ হয়তো শয়তানি করে পটকাবাজি করেছে। সাতজন ব্যবসায়ীদের অভিযোগের ভিত্তিতে দু’পক্ষের লোকজনকে নিয়ে থানায় বসেছি। তবে টাকা লুটের ঘটনার সত্যতা রয়েছে বলে প্রাথমিক ধারনা করা হচ্ছে।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন এক ব্যাবসায়ী। তবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি শিকার করছে না। তবে ক্ষতিয়ে দেখে ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সুপ্রিমকোর্টে স্বাভাবিক

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

তবে সরকার ৩০ মে মাসের পর সাধারণ ছুটি আর না বাড়ালেও আদালত অঙ্গনে নিয়মিত কার্যক্রমের পরিবর্তে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ভার্চুয়াল বিচার কাজ অব্যাহত থাকবে জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

সূত্র- যুগান্তর

দেশে করোনা রোগী ২ লাখ ৪৪ হাজার, মৃত্যু ৩২৩৪

দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা গত দুদিন কিছুটা কম থাকলেও সবশেষ ২৪ ঘণ্টায় বেড়েছে। একদিনে অর্ধশত করোনা রোগী মারা গেছেন দেশে। এ নিয়ে মোট তিন হাজার ২৩৪ জনের প্রাণ কাড়ল সর্বনাশা করোনা।

২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে এক হাজার ৯১৮ জনের দেহে। এ নিয়ে দেশে মোট দুই লাখ ৪৪ হাজার ২০ জনের দেহে করোনা ধরা পড়ল।

করোনা থেকে সুস্থ হওয়ার সংখ্যাটাও কম নয়। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৯৫৫ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন এক লাখ ৩৯ হাজার ৮৬০ জন, যা মোট আক্রান্তের ৫০ শতাংশের বেশি।

মঙ্গলবার দেশে করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়। ব্রিফিংয়ে কথা বলেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা।

ব্রিফিংয়ের তথ্যমতে, দেশে ৮৩টি ল্যাবে (পরীক্ষাগার) করোনা পরীক্ষা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আগের নমুনাসহ পরীক্ষা করা হয়েছে ৭ হাজার ৭১২টি নমুনা।

সবশেষ তথ্যানুযায়ী, শনাক্তের হার গত ২৪ ঘণ্টায় ২৪ দশমিক ৮৭ শতাংশ এবং এখন পর্যন্ত ২০ দশমিক ৩১ শতাংশ। সুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ৩১ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যু হার এক দশমিক ৩৩ শতাংশ। সুস্থতার

হার ৫৭.৩১ শতাংশ।

গতকাল সোমবার ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৩৫৬ জনের করোনা শনাক্ত হওয়ার তথ্য জানানো হয়েছিল। একই সময় মারা যান ৩০ জন।

এর আগের দিন চার হাজার ২৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এখন পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে ১২ লাখ ১ হাজার ২৫৬টি নমুনা।

বাংলাদেশে গত ৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগীর খোঁজ মেলে; এর ১০ দিনের মাথায় ঘটে প্রথম মৃত্যু।

করোনাভাইরাসে প্রথম মৃত্যুর পর গত ১০ জুন সংখ্যা হাজার ছাড়ায়, ওই দিন পর্যন্ত দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল এক হাজার ১২ জন। মৃত্যুর সংখ্যা দুই হাজারের কোটা ছাড়ায় এর ২৫ দিন পর, ৫ জুলাই।

মৃত্যুর সংখ্যা আড়াই হাজার ছাড়ায় ১৭ জুলাই, ওই দিন দেশে মৃত্যু ছিল দুই হাজার ৫৪৭ জন। সেখান থেকে তিন হাজারে পৌঁছতে সময় লাগে ১১ দিন। ২৮ জুলাই দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল কাঁটায় কাঁটায় তিন হাজার। সেখান থেকে তিন হাজার ২০০ ছাড়াতে সময় লাগল এক সপ্তাহ।

মৃতদের অধিকাংশই পুরুষ, দুই হাজার ৫৪৯, নারী ৬৮৫ জন। বেশিরভাগই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের।

সূত্র- যুগান্তর

২৪ ঘণ্টায় আরও ৫০ জনের মৃত্যু

কোভিড-১৯ মহামারীতে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ১ হাজার ৯১৮ জন।

মঙ্গলবার দুপুরে কোভিড-১৯ রোগ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

নতুন করে ৫০ জন নিয়ে দেশে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন হাজার ২৩৪ জনে। আর মোট শনাক্তের সংখ্যা দুই লাখ ৪৪ হাজার ২০

জন।

মারা যাওয়া ৫০ জনের মধ্যে পুরুষ ৪৪ জন ও নারী ৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১ হাজার ৯৫৫ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৩৯ হাজার ৮৬০ জন। এ সময়ে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭ হাজার ৭১২টি।

দেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত (কোভিড-১৯) প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। তার ১০ দিন পর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

বুলেটিনে বরাবরের মতো করোনা থেকে সুরক্ষিত ও সুস্থ থাকতে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান ডা. নাসিমা।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যান্ড কন্ট্রোলরূম সূত্রে জানা গেছে, জুন মাসে ৯৮ হাজার ৩৩০ জন আক্রান্ত হন। জুন মাসে গড়ে প্রতিদিন তিন হাজার ২৭৮ জন আক্রান্ত হন। আর সর্বোচ্চসংখ্যক মৃত্যু হয়েছে জুলাই মাসে। সংখ্যাটি ১ হাজার ২৬৪ জন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন